বাংলাদেশে
গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ
(২য় পর্যায়) প্রকল্প

উচ্ছ্বাস

নিউজলেটার। ইস্যু ৩, জানুয়ারি - জুন ২০১৮

গ্রাম আদালত সক্রিয়করণে বিভাগীয় সম্মেলন

স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়; পরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প -এর সহযোগিতায় গত জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত 'গ্রাম আদালত সক্রিয়করণে স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব ও করণীয়' শীর্ষক ৬টি বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট পরিচালক, স্থানীয় সরকার-এর সভাপতিত্বে খুলনা, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট এবং রাজশাহী বিভাগে আয়োজিত এ বিভাগীয় সম্মেলনগুলোতে বিভাগীয় কমিশনারগণ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক এবং প্রকল্পভুক্ত বিভাগীয় পর্যায়ের ১৪ জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকবৃন্দ। উক্ত সম্মেলনগুলোতে প্রকল্পভুক্ত জেলাসমূহের জেলা প্রশিক্ষণ পুলের সদস্য, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, স্থানীয় সংবাদকর্মী, সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৯৯৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

এ সম্মেলনগুলোতে প্রকল্পের শুরু হতে সম্মেলন চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি, স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা ও সমন্বয়, প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ ও নিরসনের উপায় এবং শিক্ষণীয় দিকসমূহ তুলে ধরা হয়। অংশগ্রহণকারীবৃন্দ এ সময় উপপরিচালক, স্থানীয় সরকারগণ কর্তৃক গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিতকরণ এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন; নিয়মিতভাবে গ্রাম আদালতের সামগ্রিক পরিস্থিতির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিচালক, স্থানীয় সরকারগণকে অবহিতকরণের জন্য ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রদান করাসহ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য সুপারিশ তুলে ধরেন।

ভিতরের পাতায়

এক নজরে প্রকল্প; তথ্য কণিকা ২
গণমাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময়; সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে কর্মশালা ৩
ফটো ফিচার ৪
প্রকাশনাসমূহ; জেন্ডার বিষয়ক কর্মশালা ৭
গণমাধ্যমে প্রকল্পের সংবাদসমূহ ৮
অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ১০
বিচার বিভাগীয় ও পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় ১১
সাফল্যের গল্প ১২

এক নজরে প্রকল্পের সাফল্য: জানুয়ারি-জুন ২০১৮

গ্রাম আদালতে মামলা

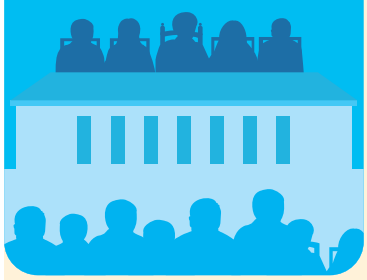

২৩,৪১৭
মামলা গৃহীত

১,৫৮৬
উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলা

১৯,০৫৮
মামলা নিষ্পত্তি

১৭,৩২৭
মামলার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত

আবেদনকারী
২৩,৪২০
৬,৮১৮ | ১৬,৬০২

প্যানেল সদস্য
২৬,০৫০
৩,৩৫১ | ২২,৬৯৯

সেবাপ্রদানকারীর দক্ষতাবৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ
১১,৯০২
১৬৫ | ১১,৭৩৭

সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
১৭,০৮,১৪৪
৯,২০,৬২১ | ৭,৮৭,৫২৩

ত থ্য ক ণি কা

গ্রাম আদালত কী কী ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে?

- চুরি
- ঝগড়া-বিবাদ
- কলহ বা মারামারি
- দাঙ্গা
- প্রতারণা
- ভয়ভীতি দেখানো বা হুমকি দেয়া
- পাওনা টাকা আদায় সংক্রান্ত
- স্থাবর সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত
- কোনো নারীর শালীনতাকে অমর্যাদা বা অপমানের উদ্দেশ্যে কথা বলা, অঙ্গভঙ্গি করা বা অন্য কোনো কাজ করা
- গচ্ছিত কোনো মূল্যবান সম্পত্তি আত্মসাৎ করা
- উত্যক্ত করা
- অস্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার বা তার মূল্য আদায় সংক্রান্ত
- গবাদিপশু মেরে ফেলা বা গবাদিপশুর ক্ষতি সংক্রান্ত
- কোনো অস্থাবর সম্পত্তির জবর দখল বা ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় সংক্রান্ত
- গবাদিপশুর অনধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত
- কৃষি শ্রমিকদের পরিশোধযোগ্য মজুরি ও ক্ষতিপূরণ আদায় সংক্রান্ত ইত্যাদি

গ্রাম আদালত কোন মামলাগুলো নিষ্পত্তি করতে পারে না?

- ধর্ষণ
- খুন
- অপহরণ
- ডাকাতি
- বহুবিবাহ
- তালাক
- ভরণপোষণ
- অভিভাবকত্ব
- দেনমোহর
- যৌতুক
- দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার
- নারী ও শিশু নির্যাতন
- কোনো ঘটনায় রক্তপাত ঘটে থাকলে
- স্থাবর সম্পত্তির স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত
- ৭৫,০০০ টাকার উপরের যে কোনো মামলা

ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

এপ্রিল-জুন ২০১৮, গ্রামীণ জনগণ বিশেষ করে নারী, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে গ্রাম আদালত সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে 'গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক ২৭ টি মতবিনিময় সভা জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে প্রকল্পভুক্ত জেলাগুলোতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভাগুলোতে বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রায় ১,১০০ জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভাগুলোতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার, স্থানীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি, উপপরিচালক তথ্যসহ অন্যান্য। সভাগুলোতে জেলা প্রশাসকবৃন্দ তাদের বক্তৃতায় বলেন, গ্রামে অনেক ছোটখাটো ঘটনা ঘটলেও সাধারণ মানুষ তার প্রতিকার চাইতে থানা বা জেলা আদালতে আসেন যাতে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। গ্রাম আদালত ও এর সেবা সম্পর্কে সাধারণ গ্রামীণ জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতা বাড়াতে তারা মতবিনিময় সভায় উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দকে আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় বক্তারা বলেন, জমিজমা ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব আদালতের মামলাগুলোর মূল কারণ যা মামলার জট তৈরি করছে, অথচ এসব মামলার অধিকাংশই খুব সহজে গ্রাম আদালতে সমাধান করা যায়, যা মামলার জট অনেকাংশে (৭০%-৮০%) কমাতে সাহায্য করবে। ফলে সাধারণ মানুষের বিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হবে।

সভায় উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিয়মিত গ্রাম আদালতের সাফল্যের তথ্য গণমাধ্যমকে প্রদান করাসহ বিভিন্ন সুপারিশ প্রদানের পাশাপাশি নিজ উদ্যোগে জনগণকে গ্রাম আদালতের সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং বিভিন্ন ইতিবাচক সংবাদ প্রচারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে কর্মশালা

গ্রাম আদালত সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি এবং এর সেবা নিতে গ্রামীণ জনগণকে উৎসাহিত করতে প্রকল্পের কার্যক্রমের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম রয়েছে এমন স্থানীয় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। এ পরিপ্রেক্ষিতে, জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সক্ষম বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা চিহ্নিত করে তাদের সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন করার লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে এপ্রিল-জুন ২০১৮, জেলা পর্যায়ে ২৭ টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রায় ১,০০০ প্রতিনিধির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এসব কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক এবং এতে সভাপতিত্ব করেন উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার।

এসব কর্মশালায় বক্তারা উল্লেখ করেন, গ্রাম আদালত একটি সরকারি সেবা, এ সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান ও সেবা নিতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) লক্ষ্য-১৬ 'শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর/মজবুত প্রতিষ্ঠানসমূহ' অর্জনে স্থানীয়ভাবে ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়াও তারা বাংলাদেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করতে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতা করতে পারে। এ সময় তারা জেলা প্রশাসক মহোদয়দের সম্মেলন ২০১৭ তে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সাধারণ মানুষকে সহজে সুবিচার প্রদান ও আদালতে মামলার জট কমাতে গ্রাম আদালতকে কার্যকর করার একটি নির্দেশনা প্রদানের বিষয়টিও তুলে ধরেন।

ফটো ফিচার

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

"প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে মানুষ ইউনিয়ন পরিষদে আসত সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা পাওয়ার জন্য, আর এখন আসে নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে গ্রাম আদালতে আবেদন করতে। কম সময়ে আইনানুযায়ী বিচার পাওয়া যায় বলে গ্রাম আদালতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।"

শাহাবুদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান, বাহাদুরসাদী ইউনিয়ন পরিষদ
কালীগঞ্জ উপজেলা, গাজীপুর

"আমার ইউনিয়নের বিচার প্রার্থী জনগণ বিশেষ করে নারীরা গ্রাম আদালতের বিচারে এসে মন খুলে কথা বলে। গ্রাম আদালত সম্পর্কে নারীরা সচেতন হয়েছে, যারা এ আদালতে বিচারের জন্য আসছে এবং বিচার পাচ্ছে তারা আবার নিজেদের এলাকায় গিয়ে অন্য নারীদেরও উৎসাহিত করছে। আমি নারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলাসহ অন্য মামলায়ও বিচারক হিসেবে প্যানেলে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করি।"

শিরিনা আক্তার
চেয়ারম্যান, ফকিরহাট সদর ইউনিয়ন পরিষদ
ফকিরহাট, বাগেরহাট

উপকারভোগী

"জোসনার সাথে আমার বিশ হাজার ট্যাকা নিয়ে যে ঝামেলা হোছল গ্রাম আদালত সহজেই তা মিটে দেয়। জোসনা গ্রাম আদালতে না যায়া নওগাঁ কোর্টে বা থানায় গেলে হামার অনেক বিপদ হত। ট্যাকা-পয়সা খরচ, অনেক সময় নষ্ট, দৌড়াদৌড়ি, হয়রানি ও অনেক ক্ষতি হত। গ্রাম আদালতে সহজে মিটে যাওয়ায় আমি খুশি হছি বা।"

মোঃ সায়েত আলী
উপকারভোগী (গ্রাম আদালতের একটি মামলার প্রতিবাদী), ঘাটনগর ইউনিয়ন
পোরশা উপজেলা, নওগাঁ

"আমার সাড়ে তিন শতক জমি বিবাদীগণ পড়চা করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে জরিপ অফিসে যোগাযোগ করে প্রায় ১৫/২০ হাজার টাকা খরচ করার পর আমি মামলা করার সিদ্ধান্ত নেই। কিন্তু পাশের বাড়ির উঠান বৈঠকে গিয়ে জানতে পারি, গ্রাম আদালতে মামলা করেই আমি আমার জমি উদ্ধার করতে পারবো। মামলা করার কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রাম আদালতের সাহায্যে আমি আমার জমি বুঝে পেয়েছি। কোনো ঝামেলা না থাকায় এখন আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে ভালো আছি।"

জোসনা বেগম
উপকারভোগী, সোলুকাবাদ ইউনিয়ন
বিশ্বম্বরপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ

প্যানেল চেয়ারম্যান

"বিচারক প্যানেলে আমার মতো নারী সদস্য দেখতে পেয়ে নারী বিচারপ্রার্থীরা মনে জোর পেয়েছে এবং তাদের কথা নির্ভয়ে বলতে পেরেছে। আমি দুইটি মামলায় প্যানেল সদস্য হিসেবে এবং তিনটি মামলায় গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান (ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে) হিসেবে অংশগ্রহণ করেছি।"

মোছা মজিবুন্নেছা
সদস্য, আরপাঙ্গাশিয়া ইউনিয়ন
আমতলী উপজেলা, বরগুনা

"গ্রাম আদালতে বিচারক প্যানেলের সদস্য মনোনীত অইত পারন (হতে পারা), আর লাই (আমার জন্য) বউত (অনেক) সম্মানর (সম্মানের) বিষয়। চেয়ারম্যান ন থাকন (না থাকা) অবস্থায় দুয়া (২টি) শুনানী গজ্জি (করেছি)। ওয়ার্ড মেম্বার হিসেবে দুয়া (২টি) বিচারত (বিচারে) ও ৭টি আপোষত অংশগ্রহণ গজ্জি (করেছি)। গরিব জনগণের সমস্যা খুব কম সময়ের ভিতর মিটন (মিটানো) যায়। ইতারার (তাদের) মুখত (মুখের) আসি (হাসি) দেইলে (দেখলে) আর (আমার) বউত (খুব) ভালা (ভালো) লাগে।"

মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন আহামদ
প্যানেল চেয়ারম্যান-১, রোসাংগিরি ইউনিয়ন
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

সাধারণ জনগণ

"বাড়ির পাশে একটি উঠান বৈঠকে আমি প্রথম গ্রাম আদালত সম্পর্কে জেনেছি। মাঝে মাঝে ইউনিয়ন পরিষদে গিয়েও গ্রাম আদালতের কার্যক্রম দেখেছি। তাই কেউ ঝামেলায় (বিরোধ) পড়লে এবং তা গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট হলে আমি তাকে কাকচিড়া ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতে পাঠিয়ে দেই। বাড়ির কাছে হওয়ায় কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই নারীরা সহজে গ্রাম আদালতে (ইউনিয়ন পরিষদে) যেতে পারে এবং কম খরচে বিচার পেয়ে থাকে। তাই দিন দিন সবার মাঝে এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ছে।"

ফাহিমা বেগম
গৃহিণী, কাকচিড়া ইউনিয়ন
পাথরঘাটা উপজেলা, বরগুনা

“আমি নিয়মিত গ্রামের মানুষকে ছোট ছোট আইনি বিষয় ও সেবা সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকি, যাতে তারা বিচারযোগ্য বিষয়গুলোর সুরাহা করতে পারে। বিনামূল্যে আইন সেবা প্রাপ্তির তথ্য ও লিগ্যাল এইড সার্ভিস সম্পর্কে ধারণা পেতে নারী, হত দরিদ্র এবং নিরক্ষর পুরুষরা বেশি আসে। মানুষকে ইউনিয়ন পর্যায়ে আইনি সেবা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার ফলে তারা কম হয়রানিতে সেবা নিতে পারছেন।”

মোছাঃ নূর নাহার বেগম
হলোখানা ইউনিয়ন, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম

“গ্রাম আদালতের ওপর উঠান বৈঠক করার সময় ফ্লিপচার্টের মাধ্যমে আমি গ্রাম আদালত কী কী বিরোধের নিষ্পত্তি করতে পারে, গ্রাম আদালতে কীভাবে রায় বা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, গ্রাম আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা যায় কী ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করলে প্রশ্নকারীদের মধ্যে বেশিরভাগই খুব সহজে পরিষ্কার ধারণা পান এবং সন্তোষ পোষণ করেন। শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে তারা অন্যদেরকেও প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান করার কথা জানান।”

মোছাঃ গোলবানু খাতুন
গ্রাম আদালত সহকারী, হরিদেবপুর ইউনিয়ন
রংপুর সদর উপজেলা, রংপুর

প্রকাশনা সমূহ

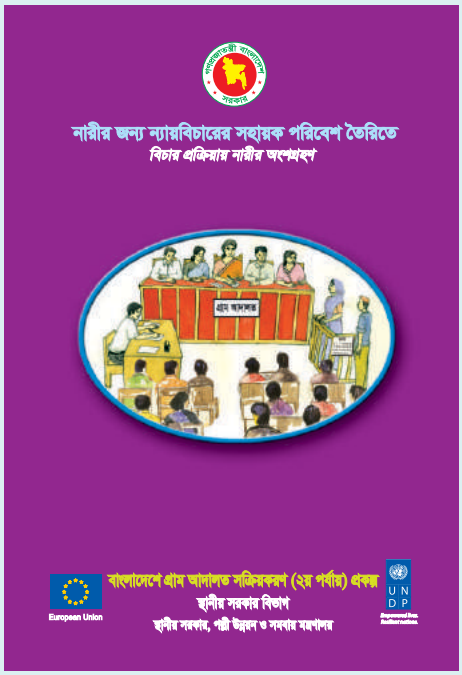

নারীর জন্য ন্যায়বিচারের সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ক ফ্যাক্টশীট

জেন্ডার সংবেদনশীল গ্রাম আদালত বিষয়ক ফেস্টুন

গ্রাম আদালতের সেবায় নারী-পুরুষের সমান অধিকার বিষয়ক বুকলেট

জেন্ডার ও গ্রাম আদালত বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সচেতনতামূলক কর্মশালা

গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেন্ডার সংবেদনশীল উপায়ে গ্রাম আদালত পরিচালনা বিষয়ে এপ্রিল-জুন ২০১৮ জেলা পর্যায়ে 'জেন্ডার ও গ্রাম আদালত বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সচেতনতামূলক' ৯টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নেত্রকোনা, গোপালগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, পাবনা, ভোলা, মাদারীপুর, পঞ্চগড় এবং সাতক্ষীরা জেলায় আয়োজিত এসব কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিলো, গ্রাম আদালতের সেবা গ্রহণে নারী-পুরুষ সবার সমান সুযোগ তৈরিতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারবৃন্দের সক্ষমতা ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, স্থানীয় সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এসব কর্মশালায় জেলার আওতাভুক্ত বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, সদস্য, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, আইনজীবী এবং নারী অধিকার কর্মীসহ মোট ৫৪৪ জন (নারী ১৭৭ এবং পুরুষ ৩৬৭) অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীগণ গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম আদালত এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার সমানভাবে গ্রাম আদালতের সেবা প্রাপ্তির অধিকার বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা এবং জেন্ডার সংবেদনশীল উপায়ে গ্রাম আদালত পরিচালনা বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সংবেদনশীলতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দেন। ■

গণমাধ্যমে প্রকল্পের সংবাদসমূহ

প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়া

গণমাধ্যমে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প- এর খবর

THE BANGLADESH TODAY

UNITING PEOPLE EVERYDAY

প্রথম আলো

রোববার

গ্রাম আদালতকে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশনা

The Daily Star

Enlighten people on the benefits of village courts

dailyobserver

Journos urged to play role in creating awareness of village courts

Bangladesh Sangbad Sangstha(BSS)

NATIONAL NEWS AGENCY OF BANGLADESH

Dhaka, Wednesday, May 16, 2018

Home | About BSS | National | World | Economy | Entertainment | Sports | Feature | Archive | Contact Us | Webmail | Log In

Technology | Education | Weather | Notice | Innovation

LATEST NEWS

Village court's role vital to establish justice at grassroots: experts

RAJSHAHI, April 24, 2018 (BSS) - Village court can play a vital role in establishing justice if elected public representatives perform their duties properly to operate union parishad (UP) level village courts for ensuring justice at grassroots, according to experts.

"Village Court, the lowest tier of the country's judicial process, needs to be strengthened as it has a vital role to play in resolving the grassroots litigations," UNDP National Project Coordinator Sarder Asaduzzaman told a conference here yesterday.

Divisional Commissioner Office and Local Government Division in association with the Village Court Activation Project in Bangladesh (2nd Phase), European Union and UNDP organised the conference, titled 'Importance of Local Administration to Village Court Activation' at Shilpakala Academy Auditorium.

Chaired by LGD Director Shayam Kishore Roy, the conference was addressed, among others, by Commissioner of Rajshahi division Nur-Ur-Rahman, Additional Commissioner Aminul Islam, Deputy Commissioners Kamrun Nahar Siddiqua, SM Abdul Kader and Jasim Uddin, Superintendent of Police Abdus Salam, UP Chairman Khandakar Fazlul Haque and UNDP Project Coordination Officer Shamim Ahsan Chowdhury.

Nur-Ur-Rahman said: "There are enormous scopes of establishing good governance. Justice contributes predominantly towards restoring peace by curtailing people's tendency to commit crime within their respective communities."

দৈনিক ইত্তেফাক

বিভাগীয় সম্মেলন

গ্রাম আদালত সক্রিয়করণে স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব ও করনীয় বিষয়ে বিভাগীয় সম্মেলন গতকাল বুধবার নগরীর হোটেল গ্রান্ডপার্কের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এ সম্মেলনে পটুয়াখালী, বোলা ও বরগুনায় জেলায় বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)'র সহায়তায় সংশ্লিষ্ট জেলার প্রশাসক, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক, জেলা প্রশিক্ষন পুলের সদস্য, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইউপি চেয়ারম্যান ও বিভিন্ন এনজিও'র কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন বিভাগীয় কমিশনার মোঃ শহিদুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত ডিআইজি আজাদ মিয়া, বোলা জেলা প্রশাসক সেলিম উদ্দিন, বরিশাল জেলা প্রশাসক মো. হাবিবুর রহমান, পটুয়াখালী জেলা প্রশাসক ড. মোঃ মাছুমুর রহমান, বরগুনা জেলা প্রশাসক মোঃ মোখলেছুর রহমান। বক্তৃতা করেন ইউএনডিপি'র জাতীয় প্রকল্প সমন্বয়ক সরদার এম আসাদুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) মোঃ গোলাম মোস্তফা।

সমকাল

খবর

৯ বছরে ৯১ হাজার ৬০০ মামলা নিষ্পত্তি

গ্রাম আদালতের সাফল্য

মুদ্রণ ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমে জানুয়ারি-জুন ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প-এর বিবিধ তথ্য প্রায় ৫৮০ সংবাদে উঠে এসেছে। এর মধ্যে স্থানীয় গণমাধ্যমে ৪৬৫টি এবং ৪৫ টি টিভি কভারেজসহ ১১৫ টি সংবাদ জাতীয় গণমাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। এসব সংবাদের মধ্যে গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে জেলা পর্যায়ে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা, স্থানীয় সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে কর্মশালা, বিভাগীয় সম্মেলন, জেলা পর্যায়ে বিচার বিভাগ ও পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা, জেন্ডার বিষয়ক কর্মশালা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও দুটি টিভি টকশো এবং একটি জাতীয় দৈনিকে গ্রাম আদালত ও প্রকল্পের বিভিন্ন সাফল্যের সংবাদ বিস্তারিতভাবে প্রচারিত/প্রকাশিত হয়েছে।

টেলিভিশন

গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান প্রকল্পের একটি চলমান কার্যক্রম। এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে ইতোমধ্যে জেলা পর্যায়ে গঠিত জেলা প্রশিক্ষণ দল (ডিটিপি) এর সদস্যদের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতাবৃদ্ধি

সংশ্লিষ্ট জেলার ডিটিপি সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার-এর তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যে জেলা পর্যায়ে ২৩ জন ইউনিয়ন পরিষদ সচিব এবং ২২ জন গ্রাম আদালত সহকারীকে গ্রাম আদালত বিষয়ে পাঁচ দিনব্যাপী আবসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এই ধারবাহিকতায় উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) এর তত্ত্বাবধানে ৪,৪৩৭ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যকে গ্রাম আদালত বিষয়ে তিন দিনব্যাপী অনাবাসিক প্রশিক্ষণ এবং ৮,৭৭৬ জন গ্রাম পুলিশকে ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়।

সহযোগী সংস্থার নতুন কর্মীদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি) প্রদান

ডিটিপি মূলত সংশ্লিষ্ট জেলার ৫ জন সরকারি কর্মকর্তা, প্রকল্পের সহযোগী সংস্থার জেলা এবং উপজেলা সমন্বয়কারী এবং ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর, ইউএনডিপি-এর সমন্বয়ে গঠিত। ফেব্রুয়ারি-মে ২০১৭ সাল পর্যন্ত এনআইএলজি'র সহযোগিতায় প্রকল্প কর্তৃক ১৫ টি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত ২৭ টি জেলায় ২৭ টি ডিটিপি গঠন করা হয়। পরবর্তী সময়ে (জুন ২০১৮) ডিটিপি'র সদস্য হিসেবে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থায় মোট ২৯ জন নতুন কর্মীকে ময়মনসিংহে গ্রাম আদালত বিষয়ে পাঁচ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যুগ্ম পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ), এনআইএলজিসহ প্রকল্পের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ইউনিট উক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন।

বিভাগীয় পর্যায়ে ডিটিপি সদস্যদের সঙ্গে রিফ্লেকশন কর্মশালা

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি ও গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে জাতীয় স্থানীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এনআইলজি) ও প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে ৮ টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দসহ এনআইলজি-এর মহাপরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন ও সমন্বয়), পরিচালক (গবেষণা), যুগ্ম পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ) উক্ত কর্মশালাসমূহ পরিচালনা করেন। প্রকল্পভুক্ত ২৭ টি জেলার মোট ৩২৫ জন (নারী ৫০ ও পুরুষ ২৭৫) ডিটিপি সদস্য (সরকারি ও বেসরকারি) উক্ত কর্মশালাসমূহে অংশগ্রহণ করেন।

জেলা পর্যায়ে বিচার বিভাগীয় ও পুলিশ কর্মকর্তাগণের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

জানুয়ারি-জুন ২০১৮, বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প জেলা পর্যায়ে বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ২১ টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে। প্রায় ৮২০ জন অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে আয়োজিত এ সভাগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো, অংশগ্রহণকারীদের গ্রাম আদালত, এর প্রধান বাধাসমূহ ও প্রকল্পের পাইলট পর্যায়ের সাফল্য সম্পর্কে অবহিত করার পাশাপাশি প্রাথমিক পর্যায়ে পর্যালোচনা করে উপযুক্ত মামলাগুলো গ্রাম আদালতে প্রেরণ করতে তাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা লাভ করা।

সিরাজগঞ্জ, রংপুর, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, গাজীপুর, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, ভোলা, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পাবনা, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, চাঁদপুর, ফরিদপুর, পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলায় আয়োজিত এ মতবিনিময় সভাগুলোতে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ গ্রাম আদালত সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন। এছাড়াও এসব মতবিনিময় সভার ফলে জেলা আদালত হতে গ্রাম আদালতে বিচারযোগ্য মামলা প্রেরণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে বলে তারা আরো মন্তব্য করেন।

সফলতার গল্প

দোলেনা বেগম গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্তে ফেরত পেলেন ৭৫,০০০ টাকা

গোপালগঞ্জ জেলার চন্দ্রদিঘলিয়া ইউনিয়নের একজন অতি দরিদ্র পরিবারের গৃহিণী মোসাম্মত দোলেনা বেগম (৪০)।

রিক্সাচালক স্বামীর সামান্য রোজগারে ৬ সদস্যের পরিবার চালাতে হিমশিম খেতে হয় বলে তিনি নিজেও হাঁস-মুরগি পালনসহ বিভিন্নভাবে পরিবারের আয় বাড়াতে চেষ্টা করেন। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে জুন ২০১৭ সালে, তার সঞ্চিত ৭৫,০০০ টাকা ৬ মাসের জন্য ধার নেন একই গ্রামে বসবাসকারী তার দূর সম্পর্কের আত্মীয় মো: কামরুল মিনা। এ ধারকৃত অর্থের মুনাফা হিসেবে তাকে ধান দেয়ার কথা থাকলেও কামরুল তা দেয়নি, এমনকি পাওনা অর্থ ফেরত দিতেও সে গড়িমসি করতে থাকে।

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে, দোলেনা বেগমের সাথে কামরুলের বাদানুবাদের এক পর্যায়ে সে পাওনা টাকা ফেরত দিবে না বলে জানায়। তাই পাওনা টাকা আদায়ের অনুরোধ নিয়ে তিনি গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে যান, কিন্তু কামরুল তাদের সিদ্ধান্তে কর্ণপাত না করায় দোলেনা বেগম আরো অসহায় বোধ করতে থাকেন ।

এ পরিস্থিতিতে দোলেনা বেগম পাশের বাড়িতে আয়োজিত উঠান বৈঠক থেকে গ্রাম আদালতের বিচারিক সেবা সম্পর্কে জেনে ২০ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে চন্দ্রদিঘলিয়া ইউনিয়ন পরিষদে কামরুলের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং উভয় পক্ষের ২ জন করে মনোনীত প্রতিনিধি নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। প্রথম শুনানীর দিনে (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮) গ্রাম আদালত বিচারক প্যানেলের সর্বসম্মত মতামতের (৫:০) ভিত্তিতে পরবর্তী

সাত দিনের মধ্যে প্রতিবাদী মোঃ কামরুল মিনা আবেদনকারী মোসাম্মত দোলেনা বেগমকে তার পাওনা ৭৫,০০০ টাকা ফেরত দিবে বলে প্রকাশ্যে রায় ঘোষণা করে। গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে রায় ঘোষণার দিনই দোলেনা বেগম কামরুলের কাছ থেকে তার পাওনা ৭৫,০০০ টাকা ফেরত পান।

গ্রাম আদালত দোলেনা বেগমের মতো দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক গ্রামীণ জনগণ বিশেষ করে নারীদের বিচারিক অধিকার নিশ্চিত করতে সহায়তা করছে। আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ টাকা মূল্যমানের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির জন্য দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে গ্রাম আদালত রয়েছে। গ্রাম আদালতের কার্যক্রমকে আরো কার্যকর ও সফল করার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করতে গোপালগঞ্জসহ দেশের ২৭ টি জেলার ১,০৮০ টি ইউনিয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এবং ইউএনডিপি -এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় "বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প" বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত গোপালগঞ্জের ৩টি উপজেলায় চন্দ্রদিঘলিয়া ইউনিয়নসহ ৩২ টি ইউনিয়নে গত এক বছরে (জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৮) গ্রাম আদালতে দোলেনা বেগমের মামলাসহ ৯৮২ টি (২৯৭ নারী ও ৬৮৫ পুরুষ) মামলা দায়ের হয়েছে, যার মধ্যে ৮২৩ টি (৮৪%) মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে ৬০২ (৭৩%) মামলার।

দোলেনা বেগম ফেরত পাওয়া টাকা দিয়ে ছেলেদের লেখাপড়া চালানোর পাশাপাশি বাড়ির পাশে একটি মুরগির খামার করার পরিকল্পনা করেছেন। গ্রাম আদালতে বিচার পেয়ে খুশি দোলেনা বেগম বলেন, "কামরুল মিনা যখন টাকা দিতে অস্বীকার করে এবং অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকে তখন আমি সম্পূর্ণ দিশেহারা হয়ে পড়ি। কারণ, থানা বা জেলা আদালতে মামলা চালানোর সামর্থ্য আমার নেই। গ্রাম আদালত আমার টাকা আদায় করে দিয়েছে।" দোলেনা বেগম আরো জানান, প্রতিবাদী যেহেতু তাদের আত্মীয়, তাই সে আগের মতোই তাদের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করে। এছাড়া পুরো পাওনা টাকা পরিশোধ করাতে তার সাথে পুনরায় সুসম্পর্কও স্থাপিত হয়েছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

info.avcb@undp.org
www.villagecourts.org
www.facebook.com/villagecourts @villagecourts activating village courts in bangladesh phase II

বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ, আইডিবি ভবন (১২ তলা), শেরে বাংলা নগর আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ। ফোন: +৮৮ ০২ ৯১৮৩৪৬৬-৮